ধন্য রাজার পুণ্য দেশ,
সুখে-স্বচ্ছন্দে আছি বেশ!

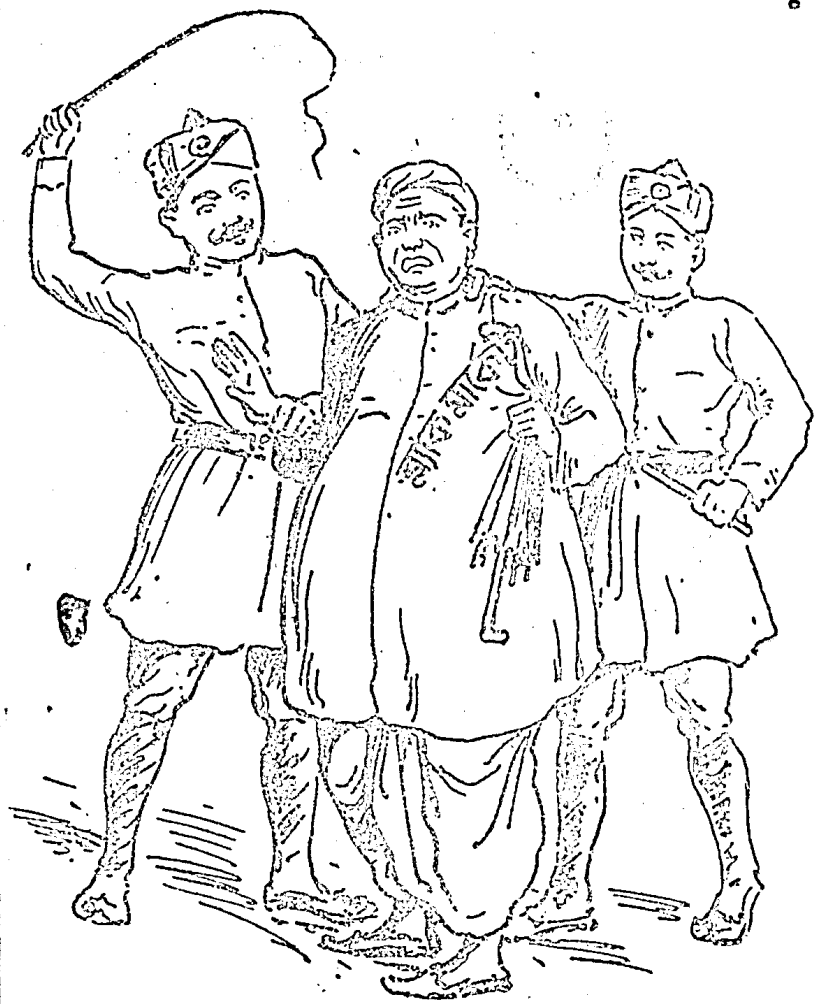

লাগাও চাবুক ফির্‌বে এবার,
দেশের যত পাজী।

শ্রীআদিত্যনাথ দাস প্রণীত———মুল্য সাত নয়া পয়সা।

ধন্য রাজার পুণ্য দেশ

ধন্য রাজার পুণ্য দেশ,
মোরা, সুখে-স্বচ্ছন্দে আছি বেশ।
এমন দেশটা কোথা'ও খুজে পাবে নাকো তুমি।
সকল দেশের সেরা ওযে মোদের জন্মভূমি ॥
হেথায়, মহাজনে খাদ্য লুকিয়ে ঘরে,
কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে',
বাজারেতে আগুন জ্বেলে' ক্ষুধায় জ্বালায় নাড়ী।
ওরা সব মজা লুটে বাগাচ্ছে সবাই ভুঁড়ি ॥
হেথায়, বুদ্ধিজীবি রামরাজত্ব করে,
বোকারা সব ঠকেই মরে,
তাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে ওরা আনন্দে খায়।
এরা সব ছোবড়া চুষে, করে হায়! হায়!!
হেথায়, চোরে চোরে মাসতুতো ভাই,
সৎ তাদের কাছে পায় না ঠাঁই,
সেয়ানায় সেয়ানায় গা চাটাচাটি কচ্ছে কোলাকুলি।
অর্থের লালসায় গিয়েছে সবে পরমার্থের কথা ভুলি'।
ওরা, ভাঁওতা দিয়ে সবাই চলে,
মুখে মিষ্টি মিষ্টি বুলি বলে,
স্বার্থ যেখানে আছে ওদের সেইখানে বিরাজ।
নিঃস্বার্থে পারবে না কেহ নিতে ওদের কাছে কাজ।

(দুই)

ওদের পাপে মোদের দেশ,
ধ্বংশের পথে চলেছে বেশ।
শোষণ, পেষণ আর কত এরা সহ্য কর্‌বে বল ?
ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে হয়েছে চঞ্চল ॥
ওরা, দেশ শত্রু সয়তান,
বিশ্বাসঘাতক বিভীষণ,
ওদের শায়েস্তা করার তরে হয়েছে আইন জারী।
ধর্‌তে ওদের পার্‌লে এবার পাঠাবে যমের বাড়ী ॥
কিংবা, ওদের কেটে নেবে নাক আর দু'টি কান,
চাবুক মেরে কর্‌বে নয়ত পিটিয়ে সটান্।
অথবা, মাথার টাকে মার্‌বে এমন কীল,
ওদের কেঁপে উঠ্‌বে দীল।
নতুবা, গাধার পিঠে চাপিয়ে বলি' বল হরিবোল,
সহর নগর কর্‌বে প্রদক্ষিণ বাজিয়ে ঢাক ঢোল।
দশে মিলে এবার ওদের কর্‌বে অপমান,
হুঁশিয়ার হও দুর্নিতিকারী যদি বাঁচাতে চাও জান।

ক্ষুধিত চোরের মর্ম্মবাণী

হাকিম যখন লিখ্‌ছে হুকুম চোরের হ'বে সাজা,
সেলাম দিয়ে বল্‌ছে চোর সুখে থা'ক রাজা।
বিচার ভাল কর্‌লে হাকিম থাক্‌বে নজীর পরে,
চুরী করেছি পেটের জ্বালায় আমি পরের ঘরে।
ধরা পড়েছি চুরি বিদ্যায় আমি ত নই পাকা,
কত ডাকাতে খাচ্ছে লুটে আমার দেশের টাকা।
সাক্ষী আছে হাজার হাজার নজীর আছে কত,
চোখের সাম্‌নে ঘট্‌ছে চুরী ডাকাতি অবিরত।
দিচ্ছে কেবা তাদের সাজা দেখ্‌ছি মজা ভারি,
তুমি চোর তাড়াবে ডাকাত পুষে? বিচার বলিহারি।
হাকিম বলে বলিস্ কিরে? কোথায় আছে চোর?
আমার জেলায় চুরী ডাকাতি! মিথ্যা কথা তোর।
হেসে বলে চোরের বেটা তবে শোন পরিচয়,
বিচার করে' শাস্তি দাও ওগো হাকিম মহাশয়!
বড় ডাকাত অই বসে আছে ধনী ব্যবসাদার,
টাকার বলে মাল গুদামজাত কর্‌ছে অনিবার।
কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে, দেশে হাহাকার তুলে,
আগুন দরে জিনিষ বেচে মায়া-মমতা ভুলে।
আসলের সঙ্গে ভেজাল চালিয়ে করে পাপ-দোষ,
চোখের সাম্‌নে করে দুর্নিতি থাকে আফশোষ।
মোটর গাড়ী হাঁকায় তারা সহরে করে বাস,
পায়া ভারি তাদের কত করি' দশের সর্ব্বনাশ!

(চার)

ভুঁড়িটা উঁচু গম্বুজাকার যেন গোরায় বাজায় ঢাক,
নাকের উপর চশমা আঁটা মাথার উপর টাক।
গজকচ্ছপের লড়াই বাধে চল্‌তে গেলে পথে,
ভুঁড়ি সমেত 'ব্ল্যাকি' বাবু চলেন কোনমতে।
গরীবের বুকের রক্ত শুষে পেটটা করে মোটা,
তাদের হাড়ে গেঁথে তোলে বাগান বাড়ী কোটা।
রাস্তা ভিজায় ভিস্তিওয়ালা ক্ষুধায় চোখের জলে,
তার উপরে নিত্য ওদের মোটর গাড়ী চলে।
সেই গাড়ীর তলে হচ্ছে পেষণ গরীবের বুকের হাড়,
রক্ত মাংস চর্বি শুষে ওদের জ্বলে লণ্ঠন ঝাড়।
তাদের পাঁজর ভাঙ্গা নিঃশ্বাসে ওদের টানা পাখা দোলে,
হারমোনিয়মে রাগ রাগিনী কাতর কণ্ঠের রোলে।
গরীবের ছেলের মুখের অন্নে ওরা কুকুর বেড়াল পোষে,
গরীব ঘরের বউরা কেঁদে মরে আপশোষে।
গরীব খাটে দেশের মাঠে মাথার ঘাম পায়ে,
গোলাপ জলের পিচ্‌কারী তখন পড়ছে ওদের গায়ে।
গরীবের পেটের ক্ষুধার আগুনে ওদের গরম দুধের বাটি,
গ্র্যাণ্ড হটেলে ওরা স্ফুর্ত্তি চালায় গরীব কাঁমড়ে খায় মাটি।
তোমার চোখের উপর ঘুর্‌ছে ওরা দিচ্ছে সেলাম পায়,
দোষ ত্রুটি ওদের যত সব টাকায় ঘুষিয়ে যায়।
সিঁদ কেটে যে করে চুরী তার জেলখানাতে বাস,
রাজরাজত্ব কর্‌ছে ওরা করি' পরের সর্ব্বনাশ।
চোরাই মালের ব্যবসা করে ওরা কিন্‌ছে প্রাসাদ বাড়ী,
চোর বেচারী খাটছে জেল তোমার বিচার বলিহারি।

(পাঁচ)

ঠকিয়ে খেলে দোষ হয় না আপশোষে বুক ফাটে,
সিঁদ মহড়ায় ধর্‌লে চোর লোকে হাতে মাথা কাটে।
ঠকিয়ে লোকের রাজ্য নেয় সাক্ষী আছে দেশে,
উমিচাঁদের ফেরেব বাজীর বিচার হ'ল শেষে।
লোক ঠকিয়ে বড় মানুষ নজীর আছে কত,
ঠগ ডাকাতের বংশধরের শ্রীবৃদ্ধি অবিরত।
ধনী আছে আর ক'জন দেশে, দীন দরিদ্রে ভরা,
কঙ্কালসার দেহটা নিয়ে সবাই জীবন্তে মরা।
গগনভেদী হাহাকারের উঠেছে তাদের রব,
তারই মধ্যে হচ্ছে ওদের আনন্দ উৎসব।
যাদের শ্রমদানে কীর্ত্তি কত উঠ্‌ছে গড়ে দেশে,
তাদের মুখে অন্ন নেই জীবন কাটে ক্লেশে।
খাট্‌ছে তারা দেশের মাঠে রক্ত করি' জল,
তাদের নিয়ে মিলের মালিক চালায় ওদের কল।
তাদের বাহুর শক্তিতে ভাই সহর নগর গড়ে,
তাদের বুকের রক্তমাখা পাকা রাস্তার 'পরে।
তারাই হ'ল দেশের বল তারাই দেশের প্রাণ,
তারাই রয় হীনের বেশে নাইরে তাদের মান।
দেশের জন্য নিত্য যারা জীবন দেছে বলি,
তারাই দেশে পায় না খেতে কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি।
তাদেরই জীবন বলিদানে স্বাধীনতা আসে,
দেশ ছেড়ে বৃটিশ সেনা জাহাজে গিয়ে ভাসে।
বিদেশীরা চলে গেলেও কুশিক্ষা রয় এখন দেশে,
চোর দস্যু তৈরী হয়েছে ঘুষখোর সর্ব্বনেশে।
নৈতিক চরিত্রহীন হয়েছে মানুষ কুশাসনের ফলে,
দেশজোড়া হাহাকার তাই ধ্বংসের আগুন জ্বলে।
বিদেশী শত্রু গিয়েছে বটে—ঘরে আছে শত্রু পোরা,
তারাই দেশের সর্ব্বনাশ কর্‌ছে আগাগোড়া।

দুর্নিতিকারী শয়তানেরা এখন খাঁড়া হাতে রয় বসে,
সুযোগ পেলে গরীব বধ করছে তারা কষে।
সব জিনিষের আগুন দর গরীব কেমনে কেনে বল ?
চোরা বাজারের ছোরা খেয়ে প্রাণটা তাদের গেল।
কি দুর্দ্দশা করছে দেশের শয়তানের দল মিলে,
ওরাই দেশের সর্ব্বনাশের আগুন দিচ্ছে জেলে'।
কাঙ্গালের উপর তোমার আইন বিচার তাদের তরে,
ডাকাতের সেরা কালোবাজারী ক'জন ধরা পড়ে।
চোর, জোচ্চোর, বাটপাড়েতে দেশটা গেছে ভরে।
চোরে চোরে মাস্‌তুতো ভাই কে কারে আর ধরে।
টাকার বলে পুলিশ বাধ্য টাকায় আইন মেলে,
কত হোম্‌রাচোম্‌রার ওদের সঙ্গে গোপনে পীরিত চলে।
আইনের বাঁধন ফস্‌কে যায় টাকার মোড়া পেলে,
টাকার জোরে সাফাই সাক্ষী হাজার হাজার মেলে।
টাকা যদি থাক্‌তো আমার সিঁদকাটা চোর আমি,
হুকুম তোমার বদ্‌লে যেত শোন বিচারের স্বামী !
কাঙ্গাল মারা আইন তোমার চালাও কলম জোরে,
কাজীর বিচার কর তুমি হাজির আছি দোরে।
হুকুম তোমার নড়বে নাকো আমার জেলার 'পরে,
চল্‌লাম আমি সেলাম দিয়ে জেলের বাসর ঘরে।
খেটে অন্ন যায় না পেটে পরনে জোটেনা বাস,
পশুগুলোও পেট পুরে খায় দেশের মাঠের ঘাস।
"ক্ষুধিত চোরের মর্ম্মবাণী" শুন্‌তে শুন্‌তে হায় !
"বিচারকের চোখে পানি" কোথা থেকে এসে যায়।
ভাবছে তখন জেলার হাকিম হাতের কলম ফেলে,
হাসিমুখে সিঁদ্‌কাটা চোর চলে গেল জেলে।

———

মহাজাতি সাহিত্য মন্দিরের অন্যান্য পুস্তকাবলী

কবিতা—১। বউ কথা কও, ২। গোয়ালা বউ, ৩। বর্ষ উপহার, ।
াধের বিয়ে, ৫। গোলামীর নেশা, ৬। ভাতের হাঁড়ি ৭। যমরাজার রা
আগমন, ৮। অমর কীর্ত্তি, ৯। আজাদ হিন্দ ফৌজ, ১০। পেট শাসন, ১১
কন্ট্রোলের ডামাডোল, ১২। বাঙ্গালী জব্দ ভাতে, ১৩। শ্যামের বাঁশি, ১১
ভারতমাতার বস্ত্র হরণ, ১৫। শান্তিরামের বস্ত্র সঙ্কট, ১৬। খাবার ও প
পাতা, ১৭। ওই রে ওই রাক্ষসী আসে, ১৮। কাপড়ে আগুন, ১৯।
ারের নরমেধ যজ্ঞ, ২০। মহাযুদ্ধের সাক্ষীগোপাল, ২১। জয় হিন্দ, ২২
রক্তগঙ্গা, ২৩। নেতাজীর পলায়ন কাহিনী, ২৪। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ, ২৫
আজাদ হিন্দ্ নেকড়ে বাঘ, ২৬। সেল ট্যাক্সের প্রতিবাদ, ২৭। ভারত স্বা
ছলো, ২৮। বিশ্ব শান্তির ডুগ্‌ডুগি, ২৯। বাঙ্গালী হিন্দুর স্বাধীন রাষ্ট্র, ৩০
আশার আলো, ৩১। দুই জাতি দুই দেশ, ৩২। অভয় মরণ, ৩৩। জয় যাত্র
৩৪। বুড়োর কাণ্ড, ৩৫। রামধুন সঙ্গীত, ৩৬। ধর্ম্মঘটে চাঁদের হাট, ৩৭
স্বাধীন ভারতের দুর্গোৎসব, ৩৮। নূতন বিয়ের আইন, ৩৯। চিচিং ফাঁ
৪০। চোখ গেল, ৪১। নূতন যুগের মেয়ে, ৪২। দুর্গাদেবীর মর্ত্তে আগম
৪৩। পর্দ্দা ফাঁক, ৪৪। ভেঙ্গে দাও হিন্দু সমাজ।

গল্প—৪৫। ভিখারী, ৪৬। নূতন জামাই, ৪৭। বলিদান, ৪৮। পরা
৪৯। বাজার দর, ৫০। ডাক্তার জব্দ, ৫১। যমের বাড়ী, ৫২। নিদ্রিত ভগ
৫৩। ওঠ, অস্ত্র হাতে লও, ৫৪। ভুঁড়ি অপারেশন, ৫৫। সুখের সং
৫৬। যুদ্ধের বাজারে ডাকাতি, ৫৭। এ দেশের মানুষ, ৫৮। বিয়ে বাড়ী
৫৯। লজ্জায় খুন, ৬০। গুরু শিষ্যের পরিণাম, ৬১। শ্রীকান্তের শ্রী
৬২। হিন্দু মুসলমানের দাবী, ৬৩। নেতাজীর পলায়ন কাহিনী, ৬৪। আজা
হিন্দ গভর্ণমেণ্টের ঘোষণা, ৬৫। নেতাজীর ভাষণ, ৬৬। ঘোষণা, ৬৭। ভিক্ষা
ঝুলি, ৬৮। না আঁচাইলে বিশ্বাস নাই, ৬৯। পাকিস্থানী রসগোল্লা, ৭০
বাবুর দুর্গতি, ৭১। রাধার বিয়ে, ৭২। নিষ্ঠুর কে? ৭৩। চপেটাঘাত ৭৪
ভগবানের মার দুনিয়ার বার, ৭৫। মহা বলিদান। মহাজাতি সাহিত্য মন্দি
হইতে প্রকাশিত /০, ৵০ ও ৷/০ আনা মূল্যের পুস্তক হইতে সংগৃহীত ৭৫
গল্প ও কবিতা নূতন ভাবে একসঙ্গে ছাপা ও মজবুত বাঁধাই করা। মূ
ডাক মাশুল সহ ভিঃ পিঃ তে ৩৸০ তিন টাকা বার আনা মাত্র। অগ্রিম কি
টাকা না পাঠাইলে ভিঃ পিঃ করা হয় না।

প্রিণ্টার—শ্রী সন্তোষ কুমার দাস কর্ত্তৃক "সরস্বতী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস"
১৬৮।১ সি রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত